

শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এবং তার উত্তর

জেলা: নেত্রকোণা

প্রশ্ন ১) কোন অনিরাপদ লিংকে ভুল করে ক্লিক করে ফেললে কি করণীয়?

উত্তরঃ ভুল করে কোন স্প্যাম লিংকে ক্লিক করলে অনেক সময় ফেসবুক টাইমলাইনে অটো পোস্ট জেনারেট হতে থাকে। এসকল ক্ষেত্রে নিয়মিত এন্টিভিটি লগ চেক করে দেখতে হবে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পোস্ট জেনারেট হয়েছে কি না। যদি হয়ে থাকে তাহলে সাথে সাথে পোস্ট ডিলিট করে দিতে হবে। অনেক সময় স্প্যাম লিংকে ক্লিক করার ফলে ফেসবুক এ সংযুক্ত ফ্রেন্ডদের কাছে অটো মেসেজ সেন্ড হয়ে যায়, এক্ষেত্রে মেসেজ আনসেন্ড করতে হবে। যেকোন লিংকে ক্লিক করার ভাবতে হবে লিংকটি নিরাপদ কি না।

প্রশ্ন ২) ফেসবুক/ ম্যাসেঞ্জারে প্রাইভেট গ্রুপ খোলার ক্ষেত্রে কোন আইন আছে কি না?

উত্তরঃ ফেসবুক / ম্যাসেঞ্জার আমেরিকান প্রতিষ্ঠান হবার কারণে তাদের নিজস্ব কিছু আইন / বিধি অনুসরণ করে থাকে। তবে ফেসবুকে যেকোন গ্রুপ খোলার আগেই ব্যবহারকারীদের এই আইন গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়, যাতে সম্মতি জ্ঞাপন করার পরই কেবলমাত্র কোন গ্রুপ ক্রিয়েট করা সম্ভব।

প্রশ্ন ৩) ছদ্মনাম ব্যবহার করে বা অন্য কারো পরিচয় ব্যবহার করে ফেসবুক ব্যবহার করলে কি হতে পারে?

উত্তরঃ এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রতারণামূলক কাজ করলে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান রয়েছে। এ ধরনের অপরাধের ফলে পাঁচ বছরের কারাদন্ড পর্যন্ত হতে পারে।

প্রশ্ন ৪) হোয়াইট হ্যাট হ্যাকিং কি?

উত্তরঃ অনেক সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের নিজেদের সিস্টেমের দুর্বলতা খুঁজে বের করার জন্য নিজ উদ্যোগে হ্যাকারদের নিয়োগ প্রদান করে থাকে। এধরনের হ্যাকিংকে বলা হয় হোয়াইট হ্যাট হ্যাকিং। এ ধরনের হ্যাকিং এর উদ্দেশ্য হল সিস্টেমের দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করা। অন্যদিকে অনেক সময় অসৎ উদ্দেশ্যে হ্যাকিং করা হয়, যাকে বলা হয় ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকিং।

প্রশ্ন ৫) নারীরা সাইবার জগতে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকার কারণ কী?

উত্তরঃ মূলত সচেতনতার অভাব এবং কোন সাইবার অপরাধের শিকার হলে এ বিষয়ে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা না করে চেপে যাওয়ার প্রবণতার কারণেই নারীরা সাইবার জগতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

প্রশ্ন ৬) কারা অনলাইনে হয়রানিমূলক কাজ করে?

উত্তরঃ অনলাইনে নিজের পরিচয় গোপন রাখার সুযোগ থাকার কারণে এক্ষেত্রে প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করা কঠিন। অপরিচিত লোক যেমন এধরনের অপরাধ করতে পারে, তেমনি আমাদের পরিচিত কাছের লোকও নিজের পরিচয় গোপন রেখে এধরনের অন্যান্য কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে সচেতনতার কোন বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ৭) অনলাইন নির্যাতন থেকে সুরক্ষার উপায় কি?

উত্তরঃ একমাত্র সচেতন থাকার মাধ্যমে শতকার ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের সুরক্ষিত রাখা যায়। এরপরেও কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন ৮) অনলাইন নির্যাতনের মাধ্যম গুলো কি কি?

উত্তরঃ অনলাইনে নির্যাতন বিভিন্নভাবে হতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ভিডিও কল, এমনকি ফোন কলের মাধ্যমে অনলাইন নির্যাতন হতে পারে। আমাদের আইনে সকল ধরনের অনলাইন নির্যাতন এবং তার শাস্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান দেওয়া আছে।

প্রশ্ন ৯) ডিজিটাল অপরাধ দমনে আমাদের দেশে কি কি আইন রয়েছে?

উত্তরঃ ডিজিটাল অপরাধ দমনের জন্য আমাদের দেশে রয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬। এছাড়াও আছে পেনাল কোড ১৮৬০, পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ও টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন। এসকল আইনের মাধ্যমে ডিজিটাল অপরাধ এর শাস্তি বিধান করা সম্ভব।

প্রশ্ন ১০) ফেক আইডি চেনার উপায় কি?

উত্তরঃ ফেক আইডিতে সাধারণত নিজের ছবি ব্যবহার করা হয় না। ফেক আইডির ফ্রেম লিস্টও আকারে অনেক ছোট হয়। ফেক আইডি থেকে সাধারণত একই ধরনের পোস্ট করে অনুসারীদেরকে একটি নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত করার চেষ্টা করা হয়। এসকল বিষয় ভালভাবে লক্ষ্য করলে ফেক আইডি চিহ্নিত করা সম্ভব।

প্রশ্ন ১১) কম্পিউটার ভাইরাস থেকে বাঁচার উপায় কি?

উত্তরঃ কম্পিউটারের ক্ষতিকর ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য ভালমানের এন্টিভাইরাস ব্যবহার করতে হবে। নিয়মিত এন্টি ভাইরাস এবং অপারেটিং সিস্টেম আপডেট করতে হবে।

প্রশ্ন ১২) কেউ আমার ছবি দিয়ে ফেক আইডি খুললে কি করতে হবে?

উত্তরঃ এক্ষেত্রে আইডিটি ফেসবুকে রিপোর্ট করতে হবে। প্রয়োজনে আইনি সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন ১৩) কিভাবে পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখা যায়?

উত্তরঃ পাসওয়ার্ডে বিভিন্ন বর্ণ, সংখ্যা, সাংকেতিক চিহ্ন ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত। এছাড়াও টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন সিস্টেম ব্যবহার করার মাধ্যমে পাসওয়ার্ডকে আরো সুরক্ষিত করা যায়।